দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...0.1 SEP. 1998
পৃষ্ঠা 9 কলাম 5

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে সংরক্ষিত ১৫৮টি উচ্চপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩ বছরেও সম্পন্ন হয়নি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

তিন বছরেও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সংরক্ষিত ১শ' ৫৮টি উচ্চপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ, নিয়োগ প্রশ্নে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও দু'দফা আইন মন্ত্রণালয়ের ইতিবাচক মতামত সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারী কলেজসমূহে সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ করছে না। খবর নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

জানা যায়, ১৯৯৬ সালের ১৬ জানুয়ারি সরকারী কলেজসমূহে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞাপন দেয়। তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পিএসসি ১শ' ৫৮ জনের তালিকা চূড়ান্ত করে। এদের মধ্যে অধ্যাপক ১৭, সহযোগী অধ্যাপক ৬০ ও সহকারী অধ্যাপক ৮১ জন। '৯৭ সালের নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে এ তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। তখন থেকে প্রায় দশ মাস ধরে এ তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পড়ে আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, আদালত অবমাননার ভয়ে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত নিয়োগ দিচ্ছে না। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, সংরক্ষিত পদে নিয়োগ দিলে আদালত অবমাননার ন্যূনতম কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ সংরক্ষিত পদে নিয়োগের ব্যাপারে আদালতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেবল সরাসরি নিয়োগ ও লিট্যারাল এন্ট্রি-এর ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির একটি সূত্র জানায়, শতকরা ১০ ভাগ সংরক্ষিত পদে নিয়োগের ব্যাপারে সমিতি কোন অভিযোগ আদালতে করেনি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আলোচ্য ১শ' ৫৮ জনকে সংরক্ষিত পদে নিয়োগ দিলে আদালত অবমাননা হবে কিনা তা জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাইলটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আইনী দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিয়োগ প্রশ্নে ইতিবাচক মত দিয়ে ফাইলটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠায়। এরপর আবারও একই প্রশ্নে অর্থাৎ আদালত অবমাননা হবে কিনা তা জানতে চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ফাইলটি আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আইন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানায় যে, সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে কোন আইনী বাধা নেই। আইন মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবারও ফাইলটি দ্বিতীয় দফায় আইন মন্ত্রণালয়ে পেশ করে। এবার আইন মন্ত্রণালয় অনেকটা ক্ষোভের সাথে জানায়, 'আলোচ্য ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের আর কোন মতামত নেই। এই ক্ষেত্রে পূর্বের মতামতই বহাল রহিল।' সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ও দু'দফা আইন মন্ত্রণালয়ের মত উপেক্ষা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজও ১শ' ৫৮ জন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়টি ঝুলিয়ে রেখেছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা জানান, ইতোপূর্বে শিক্ষকদের মামলার কারণে খোদ শিক্ষা সচিবকে কয়েকবার আদালতে যেতে হয়েছে। তাই আইনী দিক ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিষয়টি ঝুলে আছে। উক্ত কর্মকর্তা জানান, এ ব্যাপারে প্রয়োজনে এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত গ্রহণ করা হবে।